দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 18 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সরকারি গুরু দয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

মাহমুদা শাহীন হোসাইনী

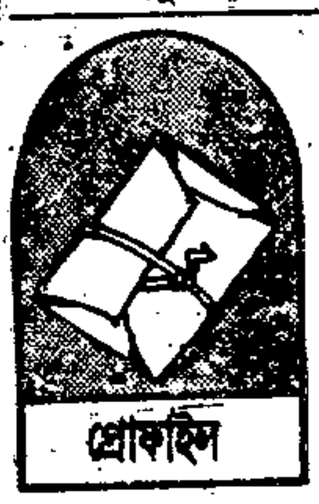

প্রোফাইল

কিশোরগঞ্জের প্রাণকেন্দ্রে নরসুন্দার দক্ষিণ তীরে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে এ জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। ঐতিহ্যবাহী সরকারি গুরুদয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ১৯৪৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর কলেজ-টির যাত্রা শুরু হয়। কেবলমাত্র ১১৩ জন ছাত্র ৬ জন শিক্ষক নিয়ে কলেজে কলা বিভাগ চালু করা হয়। বর্তমানে কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। কলেজের প্রথম নাম ছিল কিশোরগঞ্জ কলেজ। সর্বপ্রথম কলেজ অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ধীরেন্দ্র লাল দাস। প্রথম রাকুয়াইল পাট গবেষণা কেন্দ্রের কাছে স্থানীয় সিএনবি-এর পতিত জায়গায় টিনের চালা ঘরে পড়াশুনার পর্ব শুরু হয়েছিল। আর সিএনবি-এ ডাক-বাংলোয় চলত অফিসিয়াল কাজকর্ম।

সরকারি মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য কলেজের নিজস্ব ভূমির প্রয়োজন দেখা দিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তদবির করে সরকারের কাছ থেকে নরসুন্দার দক্ষিণ তীরে ১৩ একর খাস জমি কলেজের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত পায়।

কলেজের নিজস্ব জায়গায় বিজ্ঞানাগার, বাণিজ্য ও কলাভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। কলেজ ফাণ্ড শুন্য থাকায় এই দুঃসময়ে তাড়াইল থানার নিরক্ষর কৈবর্তরাজ গুরুদয়াল সরকার মহাশয়ের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দান করার ফলে গুরুদয়াল সরকারের নামে কলেজটির নামকরণ করা হয়।

১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেরে-ই-বাংলা এ, কে, ফজলুল হক। আর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান খান বাহাদুর আবদুল করিম। মন্ত্রিদ্বয়ের আশ্বাস ও অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোরগঞ্জের শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী মহৎ ব্যক্তিবর্গ উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। তাদের মধ্যে স্মরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন- আর ওয়াদুদ চৌধরী, শাহ আবদুল হামিদ, সিপিন চন্দ্র রায়, নির্মল চন্দ্র রায়, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ধর ও তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক সাদত হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।

১৯৪৫ সালে কলেজটি বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তর করা হয়। ঐ বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ডঃ ধীরেন্দ্র লাল দাসের পরিচালনায় কলেজটি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে চললে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ এবং ১৯৫০ সালে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে অধ্যক্ষ ডঃ দাসসহ অনেক ছাত্র-শিক্ষক ভারতে চলে যাওয়ায় কলেজের কার্যক্রম প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। কলেজের এই দুর্দিনে উপাধ্যক্ষ ওয়াসিম উদ্দীন অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে দক্ষতার সাথে কলেজের অচল অবস্থা সচল করে অসম্পন্ন কাজগুলো সম্পন্ন করেন। জনশ্রুতি আছে তিনি পাগলা প্রিন্সিপাল নামে এ এলাকায় পরিচিত ছিলেন। কলেজের সম্পদ ও সম্পত্তিকে তিনি জীবনের চেয়েও বেশি মূল্য দিতেন।

১৯৬৮ সালে কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়। ১৯৮০ সালে ১লা মার্চ কলেজটি সরকারি কলেজে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়। ১৯৯৪ সালে কলেজে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপিত হলে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই কলেজের প্রাক্তন কৃতীছাত্র রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষ থেকে ছয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হলে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্যাদা লাভ করে।